দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষার হার

শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্য আমাদের আছে। কিন্তু প্রায় সোয়া এগারো কোটি মানুষকে রাতারাতি শিক্ষিত করে তোলা যে মোটেই সহজ কাজ নয় সে অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। অতীতে দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষার হার কমবেশী একই জায়গায় থেকেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা ঠিক। সেই অনুপাতে শতকরা হারের হিসাবে একই জায়গায় পরিসংখ্যান দাঁড়ালেও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে বিপরীত তথ্যও ঠিক। অর্থাৎ অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তুলনামূলক বিচারে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতীতের উত্তরাধিকার নিয়েই বর্তমান। অতীতের ভালোমন্দের দায়-দায়িত্ব বর্তমান অস্বীকার করতে পারে না। বর্তমান সরকারকে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের অনগ্রসরতা দূর করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়েছে। সরকারের শিক্ষা কর্মসূচী সব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেছেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। শিক্ষা কর্মসূচী সফল হলে কেউ অশিক্ষিত থাকবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করলে এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব বলে আমরাও বিশ্বাস করি।

আমাদের দেশে শিক্ষার হার কম হলেও স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যেও শিক্ষাগত অবস্থার বৈষম্য এমন কি প্রায় বৈচিত্র্য আছে। শিক্ষার হারের এই বৈষম্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে সম্প্রতি প্রকাশিত আদমশুমারি রিপোর্ট '৯১-তে। শিক্ষার হার ৩২·৪% হলেও মহিলা/পুরুষ, গ্রামের লোক/শহরের লোক ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার হারে তারতম্য আছে। পুরুষের শিক্ষার হার ৩৮·৯% এবং মহিলাদের ২৫·৫%। পল্লী এলাকায় এই হার ২৭·৯%, পৌর এলাকায় ৫৭% এবং অন্যান্য শহর এলাকায় ৪০%। এই বৈষম্যের কারণ আমাদের কাছে অজানা নয়। আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে নারীরা পিছিয়ে আছে কারণ সমাজে নারী শিক্ষার গুরুত্ব এখনো সেভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। পারিবারিক গন্ডিতে শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো পুরুষের অগ্রাধিকার। আবার শহর এবং নগরীর মানুষ যতটা শিক্ষা সচেতন গ্রামের মানুষ ততটা নয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার। শিক্ষার হার যাদের নিয়ে গণনা হয় তারা সবাই সে অর্থে শিক্ষিত বলে স্বীকৃতি পাবেন কিনা সে প্রশ্নও থাকছে। সাধারণভাবে অক্ষর জ্ঞান থাকলে, চিঠিপত্র লিখতে-পড়তে পারলে শিক্ষিত বলে ধরা হয়। কিন্তু দেশে উচ্চশিক্ষিত (ডিগ্রী পাস) মানুষের সংখ্যা শতকরা ১ ভাগও নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সত্যিকার বিকাশ ঘটাতে চাইলে দেশে উচ্চ শিক্ষিতের হারও বৃদ্ধি করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা মনে করি, শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের সমাজকে বুঝতে সহায়তা করছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করার জন্যও এই বৈষম্যের চিত্র মনে রাখা দরকার। সরকারের শিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সব বৈষম্য একদিন দূর হবে বলে আমরা আশা করব।